তদন্তের জালে ঠিকাদার মিঠু

শিবিরের রাজনীতি থেকে শীর্ষ করদাতা

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

মহাজোট সরকারের পাঁচ বছর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রক ছিলেন মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু। তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হকের পিএস ও পুত্র জিয়াউল হকের আশীর্বাদে মন্ত্রণালয়ের ঠিকাদারি বাণিজ্য তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে সুবিধা আদায়, বদলি, নিয়োগ, পদোন্নতি, হাসপাতালের সামগ্রী কেনাকাটাসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। করতেন মন্ত্রণালয়ের ঠিকাদারি বাণিজ্য। এভাবে তিনি এত বেশি আয় করেন এবং সে আয়কে আবার বৈধভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের শীর্ষ করদাতা বনে যান।

৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে ডা. আ ফ ম রুহুল হক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বাদ পড়েন। নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন মোহাম্মদ নাসিম। মিঠুর দুর্নীতির কাহিনী গণমানুষের মুখে মুখে থাকায় মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রণালয়ে মিঠুকে নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। মন্ত্রীর নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মিঠুর দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। দুদকের নির্দেশে মিঠু তার সম্পদনামা দুদকে পেশ করে। দুদকে পেশ করা সম্পদনামার সঙ্গে বাস্তবতার মিল না থাকায় দুদক তার সম্পদ নিয়ে তদন্ত চালায়। দুদকের তদন্তে বেরিয়ে আসে আলোচিত এ ঠিকাদারের কোটিপতি হওয়ার কাহিনী।

দুদক তদন্ত রিপোর্টে যা আছে

দুর্নীতি দমন কমিশন বিপুল পরিমাণ সম্পদের খোঁজ পেয়েছে– যা স্বাস্থ্য খাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুর জ্ঞাত আয় বহির্ভূত। দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক মো. আল আমিন ৮ জুলাই দুদক সচিবের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রাথমিকভাবে অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তাই আরো অনুসন্ধানের জন্য তার সম্পদ বিবরণী চেয়ে নোটিশ পাঠানোর অনুমতি চান এ সহকারী পরিচালক। তা ছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলোতে শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি অনুসন্ধানে ঠিকাদার মিঠুর যাবতীয় কার্যক্রমের নথিপত্র চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দিয়েছে দুদক। ২২ জুন দুদকের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্বাক্ষরিত এই চিঠি দেয়া হয়।

দুদকের ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু অনিয়ম, দুর্নীতি আর লুটপাটের কৌশলকে পুঁজি করে কয়েক বছরের ব্যবধানে হাজার কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. রুহুল হকের ছেলে জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঢাকার শ্যামলী রিং রোডে গড়ে তুলেছেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল। তিনি নিজে এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এছাড়াও ধানমণ্ডি, বনানী, ওল্ড ডিওএইচএস, গুলশান, মোহাম্মদপুরসহ রাজধানীর অন্যান্য জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছেন মিঠু। রাজধানীতে নামে-বেনামে কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পূর্ব পাশে নির্মাণ করেছেন রাজকীয় বাসভবন। এছাড়া চট্টগ্রাম বহিঃসমুদ্রে তার দুটি মাদার ভেসেলও আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুদক সূত্রে জানা যায়, রংপুর শহরের বাসিন্দা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু। রংপুরে ছাত্রাবস্থায় তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঙ্গাচড়া উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পর নিজের রাজনৈতিক পরিচয় পাল্টিয়ে তিনি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হকের ছেলে জিয়াউল হকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন। জিয়াউল হককে ব্যবসায়িক পার্টনার বানানোর পর থেকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ক্ষমতা, দাপট, অর্থ সবই তিনি কব্জা করে নিয়েছেন অল্প দিনের মধ্যে। শিক্ষা অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ছোটখাটো ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন মিঠু। পরবর্তী সময়ে আসেন স্বাস্থ্য খাতের ঠিকাদারিতে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর (বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত) ডা. আ ফ ম রুহুল হক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলে তার সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলেকে পার্টনার করার পর তার ঠিকাদারি আর ছোটখাটো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাতারাতি পুরো স্বাস্থ্য খাতের শীর্ষ ঠিকাদার হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। আর এক্ষেত্রে তাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেন পরিচালক হাসপাতাল, চিকিৎসা ও শিক্ষা অধ্যাপক ডা. আবদুল হান্নান। পরিচালক হান্নান একাই দুই পদে বহাল থেকে মিঠুকে নানাভাবে সহায়তা করেন। মন্ত্রীর আশীর্বাদে ও তার ছেলের ব্যবসায়িক পার্টনার হওয়ার ফলে অল্প সময়ে মিঠু নিজের ও নিজ পরিবারের

রংপুর শহরের বাসিন্দা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু। রংপুরে ছাত্রাবস্থায় তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঙ্গাচড়া উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পর নিজের রাজনৈতিক পরিচয় পাল্টিয়ে তিনি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হকের ছেলে জিয়াউল হকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন

সদস্যদের নামে ১০টি ঠিকাদারি ফার্মের লাইসেন্স করেছেন তিনি। গত পাঁচ বছরে সারাদেশের ১৮টি মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বড় অঙ্কের অধিকাংশ ঠিকাদারি কাজ হাতিয়ে নেয় তার এসব ঠিকাদারি ফার্ম।

এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– মিঠুর নিজের ও তার স্ত্রীর যৌথ মালিকানাধীন লেংক্সিকান মার্চেন্ডাইজ ও টেকনোক্র্যাট লিমিটেড নামের দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া লেংকিন মার্চেন্ডাইল নামেই পৃথক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে মিঠুর স্ত্রী নিশাদ ফারজানার নামে। মিঠুর বড় ভাই মোকসেদুল ইসলামের নামে রয়েছে সিআর মার্চেন্ডাইল ও এলআর এভিয়েশন নামে দুটি ফার্মের লাইসেন্স। মোকসেদুলের স্ত্রীর নামে বানানো হয়েছে জিইএফ অ্যান্ড ট্রেডিং, আপন ভাগ্নে বেনজীর আহমেদের নামে ট্রেড হাউস, বেনজির আহমেদের স্ত্রী দীপার নামে করা হয়েছে মেহেরবা ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি ঠিকাদারি ফার্ম। তবে প্রোপ্রাইটর হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জনের নাম দেখানো হলেও মূলত এগুলোর মালিক মিঠু। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মিঠু তার নিজের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে সেগুলোর নামে ক্ষমতাবানদের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ নেয়। পরবর্তী সময়ে গোপন টেন্ডার কোটেশনসহ নানান কারসাজির মাধ্যমে কাজ বাগিয়ে নেয়। অস্বাভাবিক দাম নির্ধারণ করে টেন্ডার কোটেশন পাল্টিয়ে ফেলে। আর এসবের মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সময়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। যেমন গত বছর সাতক্ষীরা হাসপাতাল একটি স্ক্যানার মেশিন মিঠুর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিনেছে ৯ কোটি টাকায়। অথচ একই বিদেশি কোম্পানির তৈরি করা একই মডেলের মেশিন অন্য এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেছে ৬ কোটি টাকায়। এভাবে অতিরিক্ত দাম ধরে, অনেক সময় এক মেশিনের কথা বলে অন্য কমদামি মেশিন সরবরাহ করে সরকারের বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ও মালামাল সরবরাহের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় যে যার মতো অর্থ বরাদ্দ নিচ্ছে। সাধারণত হাসপাতালগুলোর পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন সিনিয়র ডাক্তাররা। মন্ত্রণালয়ে এসে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় করিয়ে নেয়া তাদের সম্ভব হয় না। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে কাজ বাগিয়ে নেয় দুর্নীতিবাজ ঠিকাদাররা। নিজেরা লাভবান হওয়ার লোভে এসব অবৈধ কাজে সহযোগিতা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এভাবে সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন সময় বৃহৎ অঙ্কের অর্থ লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে এ রকমের ৮টি হাসপাতালের দুর্নীতি অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। এসব হাসপাতালে সরকারি অর্থ লোপাটের ঘটনার সঙ্গে বিতর্কিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুর সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে অনুসন্ধানকারী টিম। মিঠু ছাড়াও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হকসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা পেয়েছেন তারা। ইতিমধ্যে মিঠুসহ তাদের বিষয়ে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংক্রান্ত টেন্ডারের কাগজ-পত্রসহ যাবতীয় নথি তলব করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। দুদক সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। স্বাস্থ্য খাতের যেসব কর্মকর্তার নথি দুদক থেকে চাওয়া হয়েছে তারা হলেন, উপ-সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান, আবদুল মালেক, অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক মো. আফজাল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল্লাহিল বাকি ও সুলতান মাহমুদ। যেসব প্রতিষ্ঠানের যেসব নথি তলব করা হয়েছে– সেগুলো হলো মুগদা ৬০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহে তিন বছরের জন্য ৪০০ কোটি টাকার টেন্ডারের কাগজপত্র, নোয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংক্রান্ত বিল-ভাউচার, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ৫০০ কোটি টাকার নথি, গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০ কোটি টাকার কাগজপত্র, মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ৩০ কোটি টাকার কেনা-কাটা সংক্রান্ত তথ্য, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৬০ কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১১০ কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য, যন্ত্রাংশ সরবরাহ না করেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে ২৭ কোটি টাকা তুলে নেয়ার বিবরণ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজির কাছে দেয়া ওই চিঠিতে দুদক আরো জানতে চেয়েছে, কার্যাদেশ দেয়ার তিন বছরেও কেন সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেড় কোটি টাকার মালামাল সরবরাহ করা হয়নি, সিএমএসডিয়ের (সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরেজ ডিপোট) মাধ্যমে কোনো টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে কিনা, আর এ সংক্রান্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সত্য কিনা, অধিদপ্তরের বাজেট এবং ওপি বরাদ্দ থেকে মহাজোট সরকারের শেষ তিন বছরে তথা ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ কত টাকা লুটপাট করা হয়েছে? সেই সঙ্গে এই তিন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ কীভাবে খরচ করা হয়েছে তার হিসাব বিবরণীও দ্রুততম সময়ের মধ্যে দুদককে সরবরাহ করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

এখনো সক্রিয় মিঠু

এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, মন্ত্রী ও সচিবের আশীর্বাদ না থাকলেও মিঠু আবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের পিএসকে ম্যানেজ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মিঠু নানা কর্মতৎপরতা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে কেনাকাটার দুর্নীতি বের করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু তারপরও দুর্নীতি থামেনি। অভিযোগ উঠেছে, টেন্ডার কমিটির সর্বশেষ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভারী যন্ত্রপাতি ও এমএসআর ক্রয়ের টেন্ডারের ওই সিন্ডিকেট তাদের পুরনো ঠিকাদার কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, আল মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালস, বেলাল অ্যান্ড ব্রাদার্স, স্কোয়াসটেককে কাজ দেয় বড় ধরনের অনিয়ম করে। সেখানে ৬টি লটে বাজেট আছে ৯ কোটি টাকা। অথচ একটি লটেই ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে ১৩ কোটি টাকার। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ৩০ কোটি টাকার একটি বরাদ্দেই পুরোটা লুট করে নিয়েছে মিঠু চক্র। ওই টেন্ডারে সাধারণ ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি। নানা কৌশল আর যন্ত্রপাতির অদ্ভুত স্পেসিফিকেশন চেয়ে টেন্ডারপত্র তৈরি করে মিঠুকে সুযোগ করে দেয়া হয়।

এসব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু বলেন, 'দুদক আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে আমি জানি। আমি ব্যবসায়ী। ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করতে কোনো বাধা নেই। যারা কাজ পায় না তারা নানা কথা বলে। দুদক আমার যে যে কাগজ চেয়েছে, তার সবই দিয়েছি আমি। এখন আইনগতভাবে প্রমাণ হবে, আমি কোনো অপরাধ করেছি কিনা। তবে কোনো অপরাধ করলে স্বাস্থ্য বিষয়ক সংগঠনগুলো আমার পক্ষে অবস্থান নিত না।' ■